

প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু হবে ২০২১ সালে

বিভাষ বাউড়ে ॥ জাতীয় শিক্ষানীতিতে ২০১৮ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়ন নিয়ে জটিলতায় পড়েছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাইলটিংভিত্তিতে বেশকিছু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু হলেও অর্থ সঙ্কট, অবকাঠামো ও শিক্ষক সঙ্কট আর শিক্ষকদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখাই নীতি বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায় হয়ে সামনে এসেছে। এ অবস্থায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পিছিয়ে ২০২১ সালকে 'টার্গেট বছর' নির্ধারণ করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০২১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা হলেও তার আগে আগামী তিন বছর চলবে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক সঙ্কট দূরীকরণের কাজ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, শিক্ষানীতিতে আগামী বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার কথা বলা হলেও দৃশ্যমান নানা সমস্যা সামনে চলে (৪ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষা

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

এসেছে। তাই আগামী দু'তিন বছর ধরে এ সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অষ্টম শ্রেণীর জন্য প্রস্তুত করা হবে। এরপর ২০২১ সালে শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির এ অংশটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দেখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ আবদুল মান্নান। তিনি জনকণ্ঠকে বলেছেন, অবশ্যই শিক্ষানীতি অনুসারে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হবে। তবে আগামী বছরের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা যাবে না বাস্তবতার কারণেই।

নানা সমস্যা আছে। অবকাঠামোর অভাব আছে, শিক্ষক সঙ্কট আছে, আছে আরও নানা সীমাবদ্ধতা। এসব বাধা আমরা আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দূর করতে চাই। এটাই আমাদের লক্ষ্য। এরপরই ২০২১ সালে দৃশ্যমান হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা।

দুই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে সারাদেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভয়াবহ অবকাঠামো সঙ্কট। খোদ রাজধানীতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বেহাল। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শিশুদের উপযোগী শ্রেণীকক্ষ। যাদের আছে তাও আকারে ছোট। অষ্টম শ্রেণীতো পরের কথা, ১৫ হাজার প্রধান শিক্ষকসহ ৫৪ হাজারেরও বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমই পড়েছে সঙ্কটের মুখে। শিক্ষানীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সরকারী উদ্যোগের বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে এমন উদ্বেগজনক চিত্রই বেরিয়ে এসেছে। অনুসন্ধান বেরিয়ে এসেছে, অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দখলসহ নানা সঙ্কটের কারণে বর্তমানের পঞ্চম শ্রেণী চালু রাখাই দায়। এমন জটিলতা উত্তরণের চিন্তা ছাড়াই এতদিন ২০১৮ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, যাকে ভুল চিন্তা বলেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে এখন সরকারের সংশ্লিষ্ট দুই

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাই বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা আপাতত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ সভাতেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছরও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেই থাকছে। মন্তিগরিষদে নতুন কোন সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণীতে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা চলবে। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে এখনো যেসব বাধা রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটিও কাজ করছে।

কিন্তু কী কী সমস্যা আসলে সামনে চলে এসেছে? কেন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে? জানা গেছে, নীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে সারাদেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভয়াবহ অবকাঠামো সঙ্কট। সঙ্গে আছে শিক্ষক সঙ্কট ও শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষা চ্যালেঞ্জ। তবে এরই মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করার কাজ শুরু করেছে।

২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুমোদন দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে ৫০০ শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করানো হচ্ছে। কিন্তু

এসব বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। কোন কোন বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষকও দেয়া হয়নি। ফলে অনেক বিদ্যালয়ে এসব শ্রেণী চালু রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। সাত বছর আগে শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। শিক্ষানীতির বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়ন শুরু হলেও এর উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারণ নিয়েই বেঁধেছে জটিলতা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিব মোঃ নেসার আহমেদ সামনে চলে আসা সমস্যার কথা তুলে ধরে বলছিলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে আগামী বছরের মধ্যেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে কাজ করছে সরকার। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা, শিক্ষক সঙ্কটসহ নানা বিষয় আছে। যেগুলোর আগে সন্ধান করতে হবে। নানা সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা। অনুসন্ধান পাওয়া গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের নানা সঙ্কটের চিত্র। এসব সঙ্কটই ভাবিয়ে তুলেছে সংশ্লিষ্টদের। দেশের বিস্তৃত শিক্ষাবিদ এমনকি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই অনেকে বলছেন, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে অবকাঠামো আছে তা দিয়ে কোনভাবেই প্রাথমিকে অষ্টম শ্রেণী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আগে অবকাঠামোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন। যে শিক্ষক আছে তা দিয়েও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০ হাজারের ওপর শিক্ষকের পদ শূন্য। এরমধ্যে প্রধান শিক্ষক পদ ২১ হাজার এবং সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ৩২ হাজার। এছাড়া শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বর্তমানের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আগামী কিছু দিনের মধ্যেই আরও ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে বলে বলছেন কর্মকর্তারা। শিক্ষকরা বলছেন, প্রধান শিক্ষককে মাসিক সভা, প্রতিবেদন তৈরি ও দাফতরিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সহকারী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। প্রধান শিক্ষক না থাকায় অনেক স্কুলে সহকারী শিক্ষকেরা এই দায়িত্ব পালন করছেন। এতে তাদের পাঠদান ও দাফতরিক কাজ দুটোই একসঙ্গে চালাতে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

ঢাকার বাইরে অবস্থিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ হয় প্রায়ই। মাঝে মাঝেই দেখা যায় ভবন নেই, 'শিশুরা ক্লাস করছে খোলা আকাশের নিচে'। আবার দেখা যায় 'একজন শিক্ষক শিক্ষার্থী কয়েক শ'। কয়েক কিলোমিটার নৌকায় পাড়ি দিয়েও স্কুলে শিশুদের যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। এখানেই শেষ নয়। এই মুহূর্তেও দেশের দুই হাজার গ্রামে নেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। যদিও সরকার ইতোমধ্যেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন দেড় হাজার গ্রামের জন্য দুই হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। এসব এলাকায় ইতোমধ্যেই বিকল্প হিসাবে বাড়ছে কেজি স্কুলসহ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। তবে প্রাথমিক শিক্ষার এ সঙ্কটের চিত্র দেখতে গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারও।